গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web: www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৮-৬১৮

তারিখঃ ২৪/০৬/২০১৮খ্রিঃ
সময়ঃ দুপুর ২.৩০ মিনিট।

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।

অতিবৃষ্টি/পাহাড়ি ঢলে ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদি:

মৌলভীবাজার:

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, মৌলভীবাজার জানান যে, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে জেলার সকল নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ২৬টি স্থানে (কুলাউড়া উপজেলায়- ৯টি, সদরে- ৬টি, রাজনগরে- ৪টি, কমলগঞ্জে- ৭টি বাঁধ ভেংগে জেলার ৫টি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। জেলার শ্রীমংগল উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের ২,০৯০ টি পরিবারের ৯,৪৩৮ জন লোক, কুলাউড়া উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ৯৪টি গ্রাম বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়ে ৪০ কিঃমিঃ কাঁচাপাকা রাস্তা, ৫৬০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১৪৬০ হেঃ জমির আউশ ধানসহ ৬,৩২২ টি পরিবারের ৩৩,৬০৮ জন, কমলগঞ্জ উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ২৭,৯২০টি পরিবারের ১,৩৭,৪৯৬ জন, ৮০০ হেঃ জমির আউশ ধান, রাজনগর উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ৭,১৮০ পরিবারের ২৯,৭৫৮ জন ৯০৫ হেঃ জমির আউশ ধান এবং সদর উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভার ১০,৫০৮টি পরিবারের ৫১,৩৫৩ জন লোকও ১৯৫ হেঃ জমির আউশ ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলায় ৫টি উপজেলার সর্বমোট ৩৫টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভার ৫৪,০২০ টি পরিবারের ২,৬১,৬৫৩ জন লোক, ৯৪ টি গ্রাম, ৪০ কিঃমিঃ কাঁচাপাকা রাস্তা, ৫৬০টি কাঁচা ঘরবাড়িসহ ৩,৩৬০ হেঃ জমির আউশ ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মৌলভীবাজার জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতিঃ

কুলাউড়া- সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। পানিতে নিমজ্জিত কোন রাস্তা নেই। রাজনগর উপজেলার মনসুরনগর ইউনিয়নের কদমহাটা নামক স্থানে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করে যান চলাচলের উপযুক্ত করা হয়েছে এবং জেলা সদরের সাথে রাজনগর কুলাউড়া উপজেলার যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। ভেংগে যাওয়া সড়কের মেরামত কাজ চলমান রয়েছে। রাজনগর উপজেলার কালাইগুল এলকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধেঁর ভেংগে যাওয়া অংশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫,০০০ জিও টেক্সব্যাগ স্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জেলায় মোট ১,১৭১ টি নলকূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৭টি নলকূপ মেরামত এবং ২৫৬টি নলকূপ জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। পানীয় জল নিশ্চিত করার জন্য ২০,৯৫০টি পানি বিশুদ্ধকরণ টেবলেট বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় কোন ডায়রিয়া বা পানি বাহিত রোগের প্রদুর্ভাব হয় নাই। জেলার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

মৌলভীবাজার সদর- সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। মৌলভীবাজার-শেরপুর রাস্তা ও মৌলভীবাজার শহরের রাস্তা থেকে বন্যার পানি দ্রুত নেমে গেছে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

রাজনগর- মনু নদীর পানি কমে গিয়ে বর্তমানে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বাঁধ মেরামতের কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমানে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

কমলগঞ্জ- সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে।

অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে ১২/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখ হতে এ পর্যন্ত ৮ জন লোক মারা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ১ টি উপজেলায় মোট ৪ টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা রয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রে ২০৩ জন লোক অবস্থান করছে।

বন্যা দূর্গত এলাকায় জনসাধারণকে জরুরি চিকিৎসা প্রদানের জন্য ৭৪টি মেডিক্যাল টিম গঠন করে চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত আছে। মৌলভীবাজার পৌরসভা কর্তৃক শহর রক্ষা বাঁধের ঝুকিঁপূর্ণ অংশে ১৫,০০০ টি বালির বস্তা স্থাপন করা হয়েছে যা এখনও পর্যন্ত কার্যকর আছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১৭,৭০০টি জিও টেক্সব্যাগ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। নদীর পনি কমতে থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত বাধঁ দিয়ে নতুন করে আপাতত পানি প্রবেশ করছে না। জেলার ধলাই ও মনুনদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে জিআর ক্যাশ ২৯,৭৭,০০০/ এবং জিআর চাল ১,৪৩৫ মে.টন বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১,৩৬৭ মেঃটন জিআর চাল ও ১৫,০০,০০০/- জিআর ক্যাশ, শুকনো খাবার ৫০০০ প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় বর্তমানে মজুদ আছে ১৪,৭৭,০০০/- জিআর টাকা এবং ৬৮ মেঃটন জিআর চাল।

২৪/০৬/১৮